বাংলা সাহিত্যের আন্ডারগ্রাউন্ডধ
ারা ও প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা

কৃশানু বসু

কোন স্রোতে কে শরীরে ভিজিয়ে আসেন, কোন স্রোতে কারা নিরন্তর সাঁতার দিয়ে চলেছেন এবং কে বা কারা সবস্রো তেই সুয়োগ পেলে সংক্ষিপ্ত সঙ্গমলীলা সাঙ্গ করে নিচ্ছেন অথবা গোপনে কোন বিদ্রোহী বা বিপ্লবীর নিবিড় যাতায়াত প্রতিষ্ঠানের অন্দরমহলে, এসব নিয়ে গোষ্ঠী বিভক্ত সাহিত্যে সংস্কৃতির সমালোচকেরা, নিন্দুকেরা এবং দ্রোহপ্রিয় শহরের মধ্যবিত্ত তণ তণীরা মাঝে মাঝেই তর্কের ঝড় তুলেছেন। সেসব তর্কের প্ল্যাটফরমগুলি থেকেই কখনও কখনও নিদানও ঘো ষিত হচ্ছে কোনটি সাহিত্য সংস্কৃতির মূলস্রোত কোনটি প্যারালাল স্রোত ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে বলাবাহুল্য সব প্ল্যাটফরম বা গোষ্ঠীগুলির সদস্যরাই দাবী করে থাকেন, তাঁরাই শুদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃতির মূলধারা এবং সৃষ্টিশীলতা তাঁদের ধারাতেই নিত্য বহমান।

মূলস্রোত কোনটি এবং মূলস্রোত বলতে সাধারন মানুষের ভাবনায় কোন চিত্রটি ভেসে ওঠে তার বিশ্লেষণ যে খুব একটা হয়, তা কিন্তু নয়। সংস্কৃতি বিষয়টি যে নিরালম্ব কিছু নয়, এখানেযে তীব্র ও জটিল প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে থাকে রাজনীতি এবং সে রাজনীতি য়ে সংস্কৃতিকে কখনও স্থূলভাবে কখনও সুক্ষ্ম দক্ষতায় প্রভাবিতও করে, এই স্বাভাবিক তত্ত্বটিকেও মূল্যই দিতে চান না অনেক খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানিক এবং স্ব-ঘোষিত অপ্রতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবী, কবি ও শিল্পীরাও। স্ব - ঘোষিত অ - প্র াতিষ্ঠানিক লেখকদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণাও বেশ অস্বচ্ছ এবং নিজেরই অজান্তে তিনি যে প্রতিষ্ঠানেরই দাসে পরিণত হয়েছেন, এই নিদাণ সত্যটুকুও তিনি উপলব্ধি করতে পারেন না বা স্বীকার করেন না। এই জটিল সামাজিক প্রক্রিয়ায় যখন সাহিত্যের মূলস্রোত কোনটি শিরোনামে অণেশ ঘোষের মতো শক্তিমান কবি জানান, ত ারা অবদমিত, অপমানি, লাঞ্ছিত এবং প্রতিষ্ঠানের চাপে পথের ভিখিরি, পাগল ও আশ্রয়চ্যুত ভবঘুরের মতোই ভ্রাম্যমান তখন স্বাভাবিকভাবেই জানতে ইচ্ছে করে বাংলা সাহিত্যে অণেশ বর্ণিত এই তারা এখন কারা ? যারা একটা সময়ে সৃষ্টিশীল ছিল, প্রতিষ্ঠানের আত্ততাভুক্ত হওয়ার পর যারা পরিণত হয়েছে কতকগুলো মরা পচা লাশে--- এই একদা সৃষ্টিশীল লেখক শিল্পীদের একদা লেখালেখি দাণ সৃষ্টিশীল ছিল এবং ইদানিংকার লেখালেখি একেবারে ভূসিমাল --- এমন একটি আপ্তধারণা বাজারে ছড়িয়ে দেবার রেওয়াজ প্রতিষ্ঠান, অ-প্রতিষ্ঠান উভয় তরফেই লক্ষ করা যায়। প্রতিষ্ঠ ানের আত্ততাভুক্তহবার পর যাঁরা মরা পচা লাশে পরিণত হয়েছেন তাঁদের কিন্তু বেশিবভাগ অংশেরই অভীষ্ঠ লক্ষ্যই ছিল প্রতিষ্ঠান।অণেশ কি মনে করেন কৃত্তিবাস নামক পত্রিকাটিকে ঘিরে জড়ো হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তরে কামান দাগাতেই এসেছিল ? ৬-এর দশকে সারা ঝিজুড়ে য়ে তুমুল আলোড়ন, সেই আলোড়নের দিনে কৃত্তিবাস -এর ফসল কিন্তু তেমন কথা বলে না। কৃত্তিবাস প্রসঙ্গটি এল, করণ অণেশ তাঁর মূল স্রোত সংক্রান্ত লেখাটির শুতেই নতুন প্রজন্মের সিরিয়াস পাঠকদের জন্য একটি তালিকা দিয়েয়েন এবং সে তালিকায় রয়েছেন এমন কয়েকজন মানুষের নাম, যাঁরা একসময় প্রবল বিক্রমে কৃত্তিবাসী ছিলেন. অণেশ প্রদত্ত তালিকাটি কিন্তু মিলে য়েতে পারে প্রতিষ্ঠানিক যে কোনও কবি, লেখকের সঙ্গে সেক্ষেত্রে হয়তো যুক্ত হবে আরও কিছু নাম। সিরিয়াস পাঠক কিন্তু সত্যিই এসব লিস্টির ধার খুব একটা ধারবেন না। আর সিরিয়াস পাঠকের জন্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা এবং শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা

একই সঙ্গে তিনি পড়ার পরামর্শ দিলেন। বিষয়টি কিন্তু বেশ গোলমেলে। অদ্ভুত আঁধার -এর এই ধরণেব সুপরামর্শ সম্ভবত আশা করা যায় না আজকের হ্যাংরি লেখকদের কাছ থেকে।

রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র তার নিজস্ব অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতেই সামাজিক শৃঙ্খলা ও অনুশাসনের নামে সম াজজীবনের প্রতিটি স্তরেই তাদের পছন্দের একটি মডেল স্থাপন করে সেখানে প্রতিয়োগিতার আয়োজন চালু রাখে। শিল্প সংস্কৃতির ধারা নিয়ন্ত্রণ করতেও বলাবাহুল্য রাষ্ট্রের এমনই নিজস্ব একটি সাংস্কৃতিক মডেল থাকে। যদিও এই মডেলটি যে স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট এবং নিরপেক্ষ, এমন একটি ধারণাও বহুলভাবে বিজ্ঞাপিত করা হয়। বিজ্ঞাপন লাঞ্ছিত সভ্যতায় রাষ্ট্র ও তার শাখাপ্রশাখাময় হরেক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিয়ত সুস্থ সংস্কৃতির নামে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এমনই এক নেশাময় উগ্র আত্মকেন্দ্রিক ধারণা, যে ধারণা সাধারণ মানুষের চেতানজগতকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। চেতনা - জগতের উপরিতলের দু একটি স্তরে সক্রিয় হয়ে ওঠে ভাববাদ ও নিয়তিবাদের বীজ। তুমিকিছু নও, , সবকিছুই স্থির হয়ে আসে এবং অতিক্রম করো না নিরাপদ ভূমির গণ্ডি, এই দুই মূল অনুশাসন মেন সারা বিশ্ব যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সেই সংস্কৃতিকে মূলস্রোত বলা হবে নাকি সামাজিক অনুশাসন ভেঙে,. য়ে কোনও স্থিতাবস্থার বিদ্ধে, য়ে কোনও গণ্ডীর দাগ উপেক্ষ া করে, হাজার বছর ধরে ঘোষিত নিষিদ্ধ অন্ধকার প্রদেশেরও ভাষা খুঁজে চলে যে সংস্কৃতি তাকেই বলা হবে মুলস্রোত ?

অস্বীকার করার উপায় নেই রাষ্ট্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান তার ক্ষমতার দাপটে যে সাংস্কৃতিক ধারাটিকে (প্রতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি) সামাজজীবনে বহমান রাখে, সেই ধারাটিকেই মূলধারা হিসাবে গ্রাহ্য করেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষও। এই ধারায় প্রগতিশীলতা ঘিরেই আয়োজন করা হয় নানা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির দানবীয় ধারাটির বিপরীতে বিশ্বের সব দেশেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গতিময় থাকে অন্য যে ধারটি, সে ধারায় লেখক- কবি -শিল্পীদের অন্য সময়েই গ্রহণ করতে হয় গেরিলা কৌশল। প্রাতিষ্ঠনিক ধারার বিদ্ধে এখানেও নিরন্তর জারি থাকে গেরিলা যুদ্ধ। আন্ডারগ্রাউন্ডেই গড়ে ওঠে প্রতিরোধের শক্তি। আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্য সংস্কৃতির খোঁজখবর রাখেন সমাজের মননশীল পাঠকরা। প্রতিষ্ঠান কখনও কখনও তাদের নিরপেক্ষতা নামক মডেলটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার তাগিদে স্বীকৃতিও দিয়ে ফেলেন কোনও কোনও লেখক ও তাঁর রচনাকে। এখানেই ঘটে যায় ক্ষতিকর বিভ্রান্তি। বলাবাহুল্য বাংলা সাহিত্যে আন্ডারগ্রাউন্ড শিল্প অন্দোলন বা আন্ডারগ্রন্ড লিটেরেচারের বর্তমান ধারাটি তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কমজোরি হয়ে পড়েছে। তবে সিরিয়াস প াঠকের মননের খোরাক পাওয়া যায় এখনও এখানেই।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির বিদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করে প্যারালাল সংস্কৃতি যাঁরা গড়ে তুলতে চেয়েচেন তাঁদের মধ্যে সাহিত্যে হ াংরি জেনারেশন - এর লেখকদের একটা ভূমিকা অবশ্যই থেকেছে। কিন্তু এই ভূমিকা পর্বটিকে আন্দোলন বলা কতখানি যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে বিতর্ক থাকছেই। রাজনৈতিক - দার্শনিক দিশা ছাড়া হাংরি আন্দোলন খুব তাড়াতাড়ি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে গোষ্ঠীতন্ত্রে। হাংরির যাবতীয় মনোযোগ তীব্র যৌনকেন্দ্রিক, এমন একটি বার্তা পৌঁছেযায় শহরের মধ্যশ্রেণীর তণ তনীদের মধ্যে। একটি কথা অস্বীকার করা যাবে না ঔপনিবেশিক সূত্রে প্রাপ্ত ভিক্টোরিয়ান মূল্যবোধ বাংলা সাহিত্য যে বদ্ধ জলাশয় মডেল স্থাপন করেছিল, সে জলাশয়ের দর্শন ভেঙে হাংরি লেখকরা তাঁদের লেখালেখিতে যৌনতাকে স্বাভাবিক স্থান দিয়েছেন। এই স্বাভাবিক স্থানটি কিন্তু প্রাক - ঔপনবেশিকপর্যায়ের বাংলা সাহিত্যেও ছিল।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com